পাছে খিদে...

কেমোফ্লেজ বোধহয় একেই বলে। দরজা দিয়ে ঢোকার মুখে বাঁদিকে দেখতে পাবেন সুকুমার রায়ের বিখ্যাত কাঠবুড়োর ছবিটি। আপনি দেখবেন এবং জানতেও পারবেন না এই ছবিটি সরকারিভাবে রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক, যা একমাত্র এঁরাই ব্যবহার করতে পারেন। দরজা দিয়ে ঢুকেই উল্টোদিকের দেওয়ালে একটা অসাধারণ ম্যুরাল; আপনি হয়ত' জানেন না, নিতান্তই শখে এবং এই প্রতিষ্ঠানটিকে ভালবেসে এই ম্যুরালটি সৃষ্টি করেছেন প্রখ্যাত চিত্রকর সমীর আইচ। ম্যুরালের ঠিক বাঁদিকে একটা বাংলা ক্যালেন্ডার, যার পাতায় পাতায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধার ছোঁয়া। ঠিক বাঁদিকে একটা বুক সেলিং এন্ড লাইব্রেরী কর্ণার, যেখানে সদর্পে বিরাজ করছে "সন্দেশ"-এর নতুন সংখ্যাটি। আর একেবারে বাঁদিকের দেওয়ালটি সজ্জিত গুবগুবি, খঞ্জনি, একতারা ইত্যাদি খাঁটি বাংলা বাদ্যযন্ত্রে। ব্যাস এইটুকুই — এছাড়া আর পাঁচটা রেঁস্তোরার সাথে বাহ্যিক কোনো তফাত খুঁজে পাবেন না। এঁরা বাঙালীয়ানাকে "শো-অফ" করেন না। এঁদের চলায়-বলায়-আচারে-আচরণে-যাপনে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত হয় বাংলার সংস্কৃতি। আর এখানেই অন্য সমস্ত বাঙালী রেঁস্তোরাকে মাত করে দিয়ে চিরকেলে বাঙালীর চিরন্তন কাছের হয়ে রয়েছে ভজহরি মান্না।

রসনার সেরা বাসনায়

ভজহরি মান্না

শুরুর শুরু

বাংলা সিনেমার প্রথম তোপসে ওরফে সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জীর কাছ থেকে জানলাম, আজ থেকে দশ বছর আগে মানুষ যদি বাড়ির বাইরে কোথাও খাওয়ার কথা ভাবতেন, তাহলে তাঁরা বাধ্য হতেন তন্দুরী, চাইনিজ বা মোগলাই ফুড খেতে। ইচ্ছে থাকলেও বাঙালী খাবারের জন্য খুব ভাল রেঁস্তোরা খুব একটা পাওয়া যেত না, খুব একটা বলার কারণ, দু-একটা অবশ্যই ছিল কিন্তু তা মূলতঃ এলিট ক্লাসের জন্য। অথচ খিদে পেলে, —সাধারণ বাঙালী বাঙালী খাবার খেতেই বেশী পছন্দ করতেন। (আজ-ও করেন) তাই তাঁরা হয়তো বাধ্য হয়েই খেতে যেতেন গড়িয়াহাট বাজার কিংবা ডালহৌসির কোনো পাইস হোটেলে। কিন্তু সেসব খাবারের মান বলাই বাহুল্য, — খুবই খারাপ হ'ত'।

এইরকম একটা সময়েই ২০০৩ এর জুলাইয়ে পঞ্চপান্ডব, মানে সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জী, রাজীব নিয়োগী, সিদ্ধার্থ বোস, রঞ্জিত দত্তগুপ্ত আর গৌতম ঘোষ — দক্ষিণ কলকাতার একটা গ্যারেজ ঘরে শুরু করলেন ভজহরি মান্না। একেবারেই পাইস হোটেলের কনসেপ্টে।

খুবই ছোট জায়গা, স্থান সংকুলানের একটা সমস্যা ছিলই, কিন্তু উৎসাহের স্রোতে সমস্যার খড়কুটো গুলো ভেসে গেছিল' অনিবার্যভাবেই। ক্রমশ ক্রমশ দিন যত গড়াতে লাগলো — অনেক অনেক মানুষ আসতে শুরু করলেন। দেখা গেল একই টেবিলে দু'জন অপরিচিত মানুষ গা ঘষাঘষি করে বসে হয়ত খাচ্ছেন। খেতে বসার আগে সস্তার সাবানে হাত ধুয়ে শার্টের আস্তিন গুটিয়ে খেতে বসছেন। খাবারের মান ও প্রসিদ্ধি দিনে দিনে বাঙালী খাদ্যরসিকদের রসনায় ও কর্ণকুহরে এতটাই ব্যাপ্ত হ'য়ে গেল যে, শুধুই সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী নয়, — অনেক উচ্চ অবস্থা ও অবস্থানের মানুষ ও খাবারের মোহিনী টানে আসতে লাগলো। ঠিক এই জায়গাটা থেকেই এখানে খেতে আসা খাদ্য প্রিয়দের মনে পারস্পরিক সঙ্গ ও তুল্যমূল্যতার নিরিখে একটা কালচারাল শক্ তৈরী করলো — "আমি অমুক কোম্পানীর তমুক, আমি কিনা এইভাবে খাচ্ছি! তার মানে আমার ভেতরে কোথাও একটা সাধারণ মানুষ আজও লুকিয়ে আছে?" .... এইভাবেই ভজহরি মান্না একটা কাল্ট তৈরী করল। সেই কাল্টের প্রভাব এতই সুদূর প্রসারী হলো যে আসতে শুরু করলেন বিজ্ঞাপন জগতের স্বনামধন্য রাম রে থেকে ঢাকা কর্পোরেশনের কর্ণধার পর্যন্ত। হঠাৎই একদিন দেখা গেল রঘুরাই টানা সাতদিন ধরে রোজ আসছেন সর্ষে দিয়ে পাবদা মাছ খেতে। এভাবেই ছড়িয়ে পরল ভজহরি মান্না কলকাতার পাঁচ জায়গায়, ব্যাঙ্গালোরের দু' জায়গায়, মুম্বই এবং শিলিগুড়িতে। এই মুহূর্তে শাখা খুলতে চলেছে উড়িষ্যাতেও — খোদ পুরীতেই। প্ল্যানিং-এ রয়েছে ব্যাঙ্গালোর ও বম্বেতে আরও একটা করে শাখা খোলার ইচ্ছা এবং অবশ্যই দিল্লিতে নতুনভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠা।

আরও তিন ...

হ্যাঁ, ভজহরির আস্তিনে লুকানো আছে আরো তিনটে মোহময়ী প্ল্যান—

প্রকৃতি ভজহরি ঃ যা এককথায় ধাবা ভজহরি। পাঞ্জাবী ধাবার মতো যা হাইওয়ের ধারে তৈরী হবে। কাঠের টেবিল আর তার পাশে বেঞ্চি দিয়ে বসার ব্যবস্থা থাকবে। পাশে থাকবে কুয়ো। একটু দূরে গরু বাঁধা, তার পাশে খাটিয়া রাখা। দু' একটা টায়ারও পড়ে থাকবে হয়তো। চলবে নন স্টপ বাউল গান, হঠাৎ করেই হয়ত' বিকেল ৪টে ১০-এ ৪ জন লোক গাড়ি থেকে নেমে বলবে, খুব খিদে পেয়েছে। "প্রকৃতি ভজহরি"-তে হয়তো তখন খাবার প্রায় শেষ। নতুন করে ভাত বসানো হবে। ধুঁয়ো ধুঁয়ো গন্ধঅলা ভাত, তলানি ডালে জল মিশিয়ে ম্যানেজ দেওয়া হবে। সেই ডাল এতই পাতলা যে, তলানিতে পৌঁছে যাওয়া মাছের ঝোলের সাথে মিশে যেতে পারে অবলীলায়। একটু টেঁড়স ভাজা আর একটু আলু ভাজা .... পেটপুরে খেতে পাওয়াটাই যেখানে হবে মুখ্য। কোনো প্রাইস লিস্ট থাকবে না সেখানে। কারণ সকালের ভালো ডাল আর বিকেলের জল মেশানো ডালের দাম এক হ'তে পারে কি করে!!

মিউজিকাল ভজহরি ঃ একসময় অঞ্জন দত্ত ঠিক করেছিলেন ভজহরিতে গান গাইবেন, গানের সঙ্গে থাকবে খাবার-স্ন্যাক্স আর মদ্যপানের ব্যবস্থাও সেই প্ল্যান অনুযায়ী টেম্পোরারী বার লাইসেন্সও নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খবরটা ক্রমশ প্রচারিত হওয়ার পর এমন ভিড় হয়েছিল যে, দরজা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন সাধারণ মানুষের কথা ভেবে মুলতুবি রাখা হয়েছিল পরিকল্পনা। সেই ভাবনা এবার নতুন রূপে আসতে চলেছে। যেখানে পাওয়া যাবে শুধু বিয়ার, অ্যালকোহল আর বিভিন্ন ধরণের মাছভাজা।

ভেজিটেরিয়ান ভজহরি ঃ হ্যাঁ, নিরামিষাশী মানুষের কথা ভেবে চমকপ্রদ নিরামিষ আইটেমের সম্ভার নিয়ে আসতে চলেছে ভেজিটেরিয়ান ভজহরি।

... এতসব তথ্য-কথার শেষে সত্যজিতের প্রথম তোপ্‌সে ওরফে সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জী বললেন, — 'আসলে শুধু ব্যবসা নয় একটা প্যাশনের জায়গা থেকে করতে চাইছি বলেই এইভাবে ভাবতে পারছি। কারণ ভজহরি ইজ নট ফর ফুড। ইটস্ ফান অলসো।'

খাদ্যপ্রেমীরা

সিদ্ধার্থবাবু বলছিলেন এখানকার খাদ্যপ্রেমীর কোনো এজ লিমিট নেই। ২৪ থেকে ৮৪ সবাই আসে। বাস্তবে দেখা গেল ধারণা ভুল। এজ লিমিটের ক্যানভাসটা আরও বড়। প্রায় ৬ থেকে ৮৬ বলা যায়। এরকমই কয়েকজনের সাথে কথা হল। গোলপার্ক থেকে এসেছেন কৌশিক গুপ্ত, তাঁর স্ত্রী জেনিথ গুপ্ত আর মা কণা গুপ্তকে সাথে নিয়ে। কৌশিক আর জেনিথের এখানকার মাছের পদ খুব পছন্দের। মাসে দু-তিনবার তাই এখানে আসা হয়েই যায়। এখানকার ঘরোয়া রান্নায় মা-ঠাকুমার হাতের স্বাদ খুঁজে পান কণা গুপ্ত, তিনি তাই এখানে এলেই, কোনও হারিয়ে যাওয়া অতীতের স্বাদ-মেদুরতাকে বর্তমানের আতিশয্যে আস্বাদনের আশায় অর্ডার দিয়ে ফেলেন।

বালিগঞ্জ স্টেশন রোড থেকে এসেছিলেন ভালিয়া রায় ও জগদীশ হালদার। এনাদেরও পছন্দ ভেটকি, ইলিশ, চিংড়ি।

ভজহরি ভেজ থালি

১) সাদা ভাত
২) পোলাও
৩) আলুভাজা
৪) পটল ভাজা
৫) ডাল
৬) শুক্তো
৭) মোচার ঘন্ট
৮) ধোকার ডালনা
৯) চাটনি
১০) পাঁপড়
১১) দই
১২) রাজভোগ

স্পেশাল স্টার্টার

১) মটন কবিরাজি
২) চিংড়ি কাটলেট
৩) ভেটকি রংপুরি
৪) ভেজিটেবিল চপ

শেফ অভিমন্যুর হাত ধরে এসেছে এবং আসতে চলেছে বেশ কিছু স্পেশাল ডিস

১) ইলিশ ভাপা বোনলেস
২) স্মোক ইলিশ
৩) আমআদা ভেটকি
৪) সব্জি চিংড়ি
৫) আম তেল ভেন্ডি

ভজহরির ফ্যান ক্লাব

১) অমিতাভ বচ্চন
২) রাহুল গান্ধী
৩) জগজিৎ সিং
৪) শচীন তেন্ডুলকর
৫) বীরেন্দ্র সেওয়াগ
৬) অপর্ণা সেন
৭) সন্দীপ রায়
৮) প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়
৯) সব্যসাচী চক্রবর্তী
১০) শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৪৪০১৯৩৩

সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জী